বেদান্তসূত্রেও "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্নেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ" স্বাপ্নিক-পদার্থের নির্ম্মাতা শ্রীভগবান্; জীব স্বাপ্নিক পদার্থের নির্ম্মাতা নহে। এই বিষয়ে বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে প্রথম ও তৃতীয় সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

সূত্রের অর্থ যথা—জাগরণ এবং সুষুপ্তি এই দুইটি অবস্থার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া "সন্ধি ভব ইতি সন্ধ্যে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সান্ধ্যশব্দ স্বপ্নবাচক; সেই স্বপ্নাবস্থায় যে রথাদির সৃষ্টি, তাহা পরমেশ্বরই করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রুতিই স্বপ্নরথাদি সৃষ্টির পরমেশ্বর কারণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ যথা—স্বাপ্নিক পদার্থসকলের নির্ম্মাণকর্ত্তা শ্রীভগবান্। শ্রীভগবানই অতর্ক্যা মায়াশক্তির প্রভাবে জীবের অল্প অল্প কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের জন্য স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষমাত্রের অল্পমাত্র সময় রথাদি সৃষ্টি করিয়া ভোগ সম্পাদন করাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে জীবের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। সত্যসঙ্কল্প অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের স্বাপ্নিকপদার্থ সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে। এ বিষয়ে কঠোপনিষদ্ প্রভৃতি শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই স্বাপ্নিকপদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ স্বপ্নদৃষ্টরথাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন ভগবান্, তেমনি তাঁহার করণ অতর্ক্যশক্তি মায়া। অর্থাৎ কেবলমাত্র অতর্ক্যশক্তি মায়াদ্বারাই শ্রীভগবান্ স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পঞ্চীকৃত ভূতদ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি ঐ স্বাপ্নিক পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। যেহেতু স্বাপ্নিক পদার্থসমূহের স্বপ্নদ্রষ্টা জীব কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখিবার সময়েতেই সেসকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু অন্য সময়ে নহে; এবং সাধারণ অন্য কেহই অন্য কোন সময়েই দেখিতে পায় না। যদি পঞ্চীকৃত ভূতের দ্বারা শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি ঐ স্বাপ্নিক-পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা জীব স্বপ্নভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইত এবং সাধারণজনও দেখিতে পাইত; বেদান্তসূত্রেও জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটি দশাযুক্ত জগতের কর্ত্তৃত্ব একমাত্র সেই পূর্ণপুরুষেরই উল্লেখ করায় স্বপ্নের কর্ত্তৃত্বও সেই পূর্ণপুরুষেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জীবের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। যদি স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব জীবের হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টির সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে না; যেহেতু জগৎটি জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থাযুক্ত। অতএব ঐ তিন অবস্থাযুক্ত জগৎ-সৃষ্টির মধ্যে যদি স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব জীবকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরমেশ্বর কেবলমাত্র জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন বলিয়া পরিপূর্ণ পরমেশ্বরত্বের হানি ঘটে। ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের